দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

NOV. 18 2002

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে

সারাদেশের বেসরকারী ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র পাসের হার শূন্য এবং বিভিন্ন দুর্নীতি-অনিয়মের কারণে বন্ধ করে দেয়ার কথা সরকার চিন্তা-ভাবনা করছেন বলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী গত ২০ অক্টোবর ঢাকায় একটি সেমিনারে বক্তব্যে বলেছেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আপনি পারবেন কি? কোন পেশিশক্তির কাছে মাথানত না করে, এই দুঃসাহসিক কাজটি করে জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা করতে? যেমনটি জাতিকে লোকসানের কালো হাত থেকে উদ্ধার করে আদমজি পাটকল বন্ধ করে, ঢাকার পরিবহন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, দেশের পলিথিন পণ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ৩টি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়দের কঠোর হতে হয়েছে। কোন পেশিশক্তির কাছে মাথানত করেনি বলেই এ সাফল্য অর্জন হয়েছে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপে ব্যাঙের ছাতার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। ক্ষমতার পালাবদলে ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী-এমপি'রা নিজ পিতা ও দাদার নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রবণতা ও প্রতিযোগিতা করছে। এরকম দৃষ্টান্ত শত শত আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে দুর্নীতির মহোৎসব। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে চলছে বাবসা। ২ থেকে ৩ লাখ টাকা ডোনেশন নিয়ে, শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে। এতে করে মেধা ও ভাল শিক্ষক এগিয়ে আসছেন না। ফলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দেশে এমনও অনেক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, স্টাফ প্যাটার্ন বহির্ভূত অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে, বৎসরের পর বৎসর সরকারী অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করছে। কম্পিউটার নেই, বিদ্যুৎ নেই কিন্তু কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শাখা খোলার [illegible] হয়েছে। বালিকা বিদ্যালয়ে পুরুষ বিপিএড শরীরচর্চা শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ম্যাটার্নিটি ছুটি মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও ভোগ করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি নির্ধারণ করে না দেয়ার কারণে সুবিধাভোগীরা আইনের ফাঁকে এই সুযোগটি নিচ্ছেন। বিশেষ করে, উত্তরবঙ্গে এ প্রবণতা চালু রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী নেই, নেই বাথরুম, নেই খাবার পানি ও খেলার মাঠ; পাটখড়ি দিয়ে কোনমতো জরাজীর্ণ একটি স্কুল ও কলেজ দাঁড় করিয়ে এমপিওভুক্ত করে সরকারী টাকা উত্তোলন করছে। দেশের প্রায় ডিগ্রী কলেজগুলোর অবস্থা খুবই করুণ। বিরাট একাডেমী ভবন, ছাত্র-ছাত্রী নেই। পাসের আলো দেখেনি, ৪০/৫৫ জন শিক্ষক/কর্মচারীকে সরকার মোটা অংকের বেতন দিচ্ছে। কলেজ সময়ে অধ্যক্ষ সাহেবের রুমে গোল করে বসে প্রভাষক সাহেবরা আড্ডা মারেন। পত্রিকা পড়া, ক্যারম খেলা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই।

বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে স্থানীয়ভাবে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার মতো কেউ না থাকার কারণে শিক্ষকরা খেয়াল-খুশি মতো আসা-যাওয়া করে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। জেলা শিক্ষা অফিসারদের প্রশাসনিক কিছু ক্ষমতা ছাড়া তেমন কোন ক্ষমতা নেই।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষার অপচয় নীতি গ্রহণ করে মানবকে সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ২০ বৎসরের জন্য জাতীয় সংসদে আইন পাস করার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন। তাহলে রাজনৈতিক, সামাজিক চাপ থাকবে না। বেসরকারী দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঝাড়ফুঁক দিয়ে শেষ করে তারপর শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করুন এবং শিক্ষকদের সকল দাবী-দাওয়া পূরণ করুন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যাবতীয় পদক্ষেপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করুন।

–বদিউল আমিন দুলাল
সভাপতি, বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট
এসোসিয়েশন ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ
মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, কুমিল্লা জেলা শাখা